চোরাচালান

স্পট : আখাউড়া জংশন

রিপোর্ট **বদরুদ্দোজা বাবু ও আসাদুর রহমান**

সকাল ৭.০০ : পারাবত এক্সপ্রেস ছুটে চলছে। গন্তব্য সিলেট। যাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি। ছুটির দিন। দাঁড়িয়ে ঝুলছে কিছু যাত্রী। 'সীমান্ত রাজনীতি' নিয়ে তাদের মধ্যে চলছে উত্তপ্ত আলোচনা।

টঙ্গী, ঘোড়াশাল, নরসিংদী ছাড়িয়ে ট্রেন এখন আখাউড়া অভিমুখী। আখাউড়া জংশনে পারাবত এক্সপ্রেস আধা ঘন্টার জন্য থামবে। ইঞ্জিন ঘুরিয়ে পেছনে লাগিয়ে আবার ছুটবে সিলেটের উদ্দেশে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেট রুটের সব ট্রেন আখাউড়া জংশনের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। পাক্কা আড়াই ঘন্টার যাত্রা শেষে ট্রেন এসে থামলো আখাউড়া জংশনে।

৯.৩০ : সরগরম আখাউড়া জংশন। হৈ চৈ কলরবের সীমা নেই। চারপাশে জনারণ্য। যাত্রীদের তুলনায় হকার আর কুলির সংখ্যাই বেশি। হকারদের বেশির ভাগই সময়ের সাথে ব্যবসা পাল্টায়। দুপুরের দিকে একটু গরম পড়লে পাশের বাজার থেকে কচি শসা নিয়ে জংশনে নেমে পড়ে সাইদুল। আবার যদি সন্ধ্যায় একটু ঠান্ডা কিংবা বৃষ্টি হয় তাহলে সাইদুল সেদ্ধ ডিম নিয়ে হাজির হয়। সাইদুল এখন পরাবতের যাত্রীদের কাছে শসা বিক্রিতে ব্যস্ত।

বাবুলের চা-স্টলে লাইন লেগে গিয়েছে। এক হাতে কুলাতে পারছে না বাবুল। পাশে বসা টোকাই মালু চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ঐ মালু একটু নজর রাখিস কেউ যাতে পয়সা না দিয়ে চইল্যা না যায়। দু'পাশের ফল বিক্রেতাদেরও হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। চিটাগাং মেইলের আশায় আজগর মিয়ার পরিবার। মালপত্র বিছিয়ে প্লাটফর্মে শুয়ে আছে। ট্রেন কখন আসে তার নিশ্চয়তা নাই। জংশনে ট্রেন আসা মাত্রই আজগর দৌড়ে যায়।

চোরাচালানের নিরাপদ ঘাট আখাউড়া জংশন

জিজ্ঞেস করে, 'ভাই এটা কি চিটাগাং মেইল'?

১০.০০ : যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। বেশির ভাগই মহিলা। মাথায় বস্তা নিয়ে ছুটে আসছে জংশনে। সবার কাছেই একই রকমের বস্তা। পাঁচ-ছয়জনের দলে ভাগ হয়ে আলাপে মত্ত তারা। দলের মধ্যে পুরুষও আছে। কি আছে এসব বস্তায়? এগিয়ে গেলাম একটি দলের সামনে। জানতে চাইলাম, 'আপনারা যাবেন কোথায়?' বিরক্ত মুখে দলের বয়স্ক মহিলাটি জানালো 'ভৈরব'। জানতে চাইলেই তেড়ে আসলো মহিলাটি। 'এতো জাইন্যা কি করবেন? নিজের কাজ করেন গিয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

আশপাশের সবার চোখ পড়লো আমাদের দিকে। সবার চোখেই সন্দেহ। আর একটু সামনে এগিয়ে বাবুলের চা-স্টলের পাশে এসে থেমে গেলাম। এখানেও একই অবস্থা। নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করেছে মহিলারা। বাদাম বিক্রি করা হকারের কাছে জানতে চাইলাম, 'মহিলাদের ঐ বস্তাগুলোতে কি আছে?' 'কিছুক্ষণ খাড়ান, তাইলেই টের পাইবেন?' বলে উল্টো হাঁটা ধরলো হকার। আড়ি পাতলাম সামনের দলে। পাঁচ জন আছে এই দলে। দুইজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা। বস্তা আছে মোট চারটি। বস্তার ওপর তিনজন মহিলা বসে গল্প করছে। পুরুষ দু'জনের মুখে টেনশন। চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে আস্তে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। এরই মধ্যে আমীর আলী নামে একজন এগিয়ে এলো দলটির কাছে। হাতে টাকা ভাঁজ করা।

: কয় বস্তা?

: চাইর বস্তা আমীর ভাই।

: দে টাকা দে।

পঞ্চাশ টাকা দিতে আমীর আলী ক্ষেপে গিয়ে বললো, 'ঝামেলা করিস না। আগের দিনও কম দিছস, আইজকা কম চলবো না। আরো বিশ টাকা বাইর কর'।

শেষ পর্যন্ত আরো দশ টাকা পেয়ে শান্ত হলো আমীর আলী। সামনের দলটির কাছে গিয়ে হাত বাড়ালো।

১১.০০ : ছেলেটি নাম কিছুতেই বলবে না। আমরাও জোর করিনি। তথ্য পেলেই হলো। আমাদের নিয়ে চলে এলো জংশনের শেষ প্রান্তে। চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললো– 'এই যে মহিলাগো কাছে বস্তা দেখতাছেন এগুলো ইন্ডিয়ার চিনি। চোরাই পথে আসে'।

ছেলেটির কথা প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি।

বিডিআর ও চোরাচালানির মধ্যে বস্তা টানাটানি

বস্তা মাথায় বাহক, গন্তব্য ভৈরব বাজার

কারণ ওভারব্রিজের নিচেই বিডিআর বাহিনী বসে, জংশনের ভেতরে রেলওয়ে পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর লোক-জনকেও দেখা যাচ্ছে। এদের চোখের সামনে কিভাবে চোরাচালান সম্ভব?

ছেলেটি ভেঙে বললো পুরো ব্যাপারটা। আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে দিনে-রাতে খুব সহজেই চিনি চলে আসে এপারে। এ ক্ষেত্রে বিএসএফ ও বিডিআর 'স্লিপ' দিয়ে চোরাচালানটাকে মোটামুটি হালাল করে দেয়। এই স্লিপ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অন্য কোনো বিডিআর যাতে তাদের না ধরে। অবশ্যই সীমান্ত এলাকায়। গ্রামের মধ্যে দিয়ে মাথায় কিংবা রিকশায় বস্তায় বস্তায় চিনি নির্বিঘ্নে চলে আসে আখাউড়া বাজারে। সীমান্ত থেকে প্রতি কেজি ১৭-১৮ টাকার চিনি আখাউড়া বাজারে এসে হয়ে যায় ২২/২৩ টাকা। সীমান্তে বিডিআর, পথে পুলিশের 'না দেখার' জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ সপ্তাহান্তে পৌঁছে যায়। আখাউড়া বাজারে ব্যবসায়ীরা এই চিনি বিক্রি করে প্রতি কেজি ২৪/২৫ টাকা। ভৈরব, ঘোড়াশাল, নরসিংদী থেকে 'পার্টি' এসে কিনে নেয় চিনি। আখাউড়া জংশন দিয়ে নিয়ে যায় গন্তব্যে। এখানে কেজি প্রতি তাদের লাভ থাকে দুই-তিন টাকা। এখানেও বিডিআর, রেলওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে 'ম্যানেজ' করা হয়।

ছেলেটির কাছে জানতে চাইলাম এত মহিলা এ ব্যাবসায় কেন? সে জানালো, 'আরে মাইয়ারা কি এই ব্যবসা করেনি, হেগোরে নিয়া আহা হয়। বস্তার লগে হেরাই থাহে। যদি ধরা পরে হেই সময় হেরা কান্দন লাগাইয়া দেয়। বিডিআর, পুলিশ তখন আর কিছু কয় না। আমগোরে ধরলে চালান কইরা দেয়। মাইয়ারা এই হগল অভিনয় ভালাই জানে।'

১২.০০ : শিডিউল টাইম ১০.২০। চাঁদপুর লোকাল ট্রেনের কোনো খবর নেই।

রেলওয়ে পুলিশ, বিডিআর, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও আখাউড়া পুলিশ– এই চারটি বাহিনী আখাউড়া জংশনে দায়িত্বরত। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে চোরাচালান। মাঝে মাঝে বিডিআর লোক-দেখানো অভিযান চালায়। তাও ট্রেন ছেড়ে দেবার মুহূর্তে। এসব দৃশ্যই এখানকার মানুষের কাছে পরিচিত। প্রতিদিন পাঁচ-ছয়জন লাইনম্যান এই চারটি বাহিনীর জন্য বস্তা প্রতি ১৫-২০ টাকা তোলে। বিনিময়ে চোরাকার-বারীরা পায় নির্বিঘ্নে মাল পারাপারের নিশ্চয়তা।

সিগারেট-দোকানের সামনে কথা চলছে। এদের মধ্যে একজন রেলওয়ে পুলিশের কনস্টেবল ও দুইজন লাইনম্যান। তাদের আলাপের বিষয়বস্তু 'আখাউড়া থানা'। লাইনম্যানের

স্বামী পরিত্যক্তা হাসিনার ঠিকানা আখাউড়া জংশন

বিডিআর-এর লোক দেখানো অভিযান

একজনের নাম বাবুল। জংশনে 'পাগলা বাবুল' নামে পরিচিত। 'হালা গোরে যত টাকা দেই তৃপ্তি মেটে না, আরো চায়। নতুন ওসি কেমন জানি। আর এদিকে ঐ ইন্সপেক্টর প্রতিদিন দেড়শ' টাকা চায়।' রাগান্বিত স্বরে বললেন পাগলা বাবুল। জিআরপি'র কনস্টেবল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আরে যেমনে পারস ঝামেলা মিটা। না হইলে সবার বিপদ। ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবো'।

১২.২০ : হঠাৎ প্লাটফরমে বসে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। রেলওয়ে রেস্ট হাউজের পাশ দিয়ে বস্তা মাথায় ছুটে আসছে কয়েকজন। বস্তা এখন সবার মাথার ওপরে। জানতে চাইলাম একজনের কাছে 'কি হয়েছে ভাই'? ট্রেন আসছে বলে সে ছুটতে থাকলো। চাঁদপুর লোকাল এসে থেমেছে আখাউড়া জংশনে। হুড়োহুড়ি লেগে গেল পুরো জংশন জুড়ে। জানালা দিয়ে চিনির বস্তা ফেলা হচ্ছে। বগিতে কে আছে কিংবা কারো গায়ে বস্তা পড়ছে কি না সেদিকে তাকানোর সময় তাদের নেই। ট্রেনে বস্তা ওঠাতে পারলেই মোটামুটি নিশ্চিন্ত। প্রতিটি বগিতে বস্তার স্তূপ। তার ওপর যাত্রীতে ঠাসা। শ্রীপুর মাদ্রাসার সভাপতি মহসিন ভূঁইয়ার গায়ের ওপর চিনির বস্তা। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন,'...পুত গো জ্বালায় এই ট্রেনে যাওনের উপায় নাই। সব সময় একই অবস্থা'।

২.০০ : জংশন এখন ফাঁকা। এ সময়টায় ট্রেনের চাপ কম থাকায় জংশন একটু বিশ্রামের সুযোগ পায়। জয়ন্তিকা ও মহানগর আখাউড়া জংশন পার করেছে। লোকাল ট্রেন তো নিয়মিত বিরতিতে আসছেই। বাবুল তার চা-স্টলে আরেকজনকে বসিয়ে রেখে গিয়েছে গোসল করতে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

৪.০০ : প্লাটফরমের একপাশে পিলারকে আবডাল করে কয়েকটি পরিবার বানিয়েছে তাদের ঠিকানা। হাসিনা বেগম, আখাউড়া জংশন প্লাটফরম নম্বর ২-এর শেষ পিলারের কাছে– দুই সন্তান নিয়ে স্টেশনেই কাটে তার দিন-রাত। দুই বছর হলো স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেই থেকে এখানে বসবাস। 'স্টেশন পাবলিকের জায়গা, এখানে কেউ না খাইয়া থাকে না'– এই রকমই ধারণা হাসিনা বেগমের।

৫.০০ : কর্ণফুলী মেইল ধরার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মাথায় বস্তা নিয়ে এগিয়ে আসছে যাত্রীরা। সকালের মত যাত্রীদের অধিকাংশই মহিলা। বস্তায় বস্তায় চিনির স্তূপ করা হচ্ছে জংশনের আশপাশে। কেউ রেস্ট হাউজের কোণায়, কেউ চা-স্টলের পাশে এনে লুকিয়ে রাখছে তাদের বস্তা। প্লাটফরমের কোণায় পাহারারত তাদের একজন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার চারপাশে। লাইনম্যানদেরও ব্যস্ততা বাড়ছে। বস্তা দেখে দেখে টাকা তুলছে। কর্ণফুলী মেইলে চিনির সবচেয়ে বড় চালান যায়। প্রতিদিন ঢাকা যাবার পথে এই মেইল ট্রেন আখাউড়া থেকে বস্তায় বস্তায় ভারতীয় চিনি ভৈরব, নরসিংদী নামিয়ে দিয়ে যায়। এই ট্রেনে চালানও মোটামুটি নিরাপদ।

বস্তা দুটির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন 'হাজেরার মা'। বয়স হবে ৫০-এর ওপরে। বস্তা দুটো কার, প্রশ্ন করতেই তিনি একটু পাশে সরে গিয়ে বললেন 'আমার না'। 'বিডিআরকে ডাক দেই তাহলে?' এই ভয় দেখাতেই তিনি আকুতি-মিনতি করে বললেন, 'বাবা সাধে কি এসব করি, পেটের দায় যে বড় দায়। জমি জিরাত নাই, গ্রামে কাম নাই, খামু কি!'

জংশনের কর্মকর্তা, চোরাচালান বাহকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল– সীমান্ত থেকে শুধু চিনি না, গাঁজা, ফেনসিডিল, ছাপা শাড়ি পর্যন্ত অনায়াসে চলে আসে এই আখাউড়া জংশনে। আখাউড়া জংশন তাদের জন্য সব সময়ই নিরাপদ। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে কোনো অসুবিধা হয় না। সীমান্ত ও জংশনকেন্দ্রিক এই চোরাচালার নিয়ন্ত্রণ করে এলাকার প্রভাবশালী কয়েকজন। এদের মধ্যে সরকারি দলের নেতাদেরও জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। চোরাচালানের সাথে জড়িত এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে কয়েকটি নাম। আবুল হোসেন, নূরুল ইসলাম, মানিক, মইনুল ইসলাম, বশিরের মা এরা সবাই জংশনকেন্দ্রিক এই চোরাচালানকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পুলিশ, বিডিআর তাদের কর্মের কথা ঠিকই জানে। কিন্তু নিশ্চুপ থাকে টাকার বিনিময়ে।

৫.৩০ : দেখতে দেখতে বস্তায় ভরে গেল জংশনের প্লাটফরম। নিরাপত্তাকর্মী, রেলওয়ে পুলিশ চারপাশে। হাতে লাঠি। কেউ কিছুই বলছে না। লাইম্যান পাগলা বাবুলের সাথে চা-পান খেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে রেলওয়ের নিরাপত্তা কর্মী শফিকুল। সামনে দাঁড়াতেই চোখ সরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের পরিচয় জেনে গেছেন। আমাদের দেখেই হাঁটতে শুরু করলেন সামনের দিকে। দাঁড় করালাম তাকে।

: বস্তায় বস্তায় যে চিনি চোরাচালান হচ্ছে আপনারা দেখেন না?

: চোরাচালান দেখা তো আমাদের দায়িত্ব না। বিডিআর-এর দায়িত্ব।

: তাহলে আপনাদের দায়িত্ব কি?

: রেলের মালামাল দেখা, যাত্রীদের নিরাপত্তা দেখা।

: কিন্তু আভিযোগ আছে এই চোরাচালানের ভাগ আপনারাও পান?

: আমি ভাই এত কিছু জানি না। আমার

বস্তায় বস্তায় চিনি আসছে সীমান্ত থেকে

অফিসার আছে, তার কাছে জিজ্ঞাস করেন– বলে বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন শফিকুল।

কর্ণফুলী মেইল আসতে না আসতেই দৌড়াদৌড়ি লেগে গেল চারপাশে। লুকানো বস্তাগুলো ওঠানো হলো বগিতে। চিৎকার চেঁচামেচিতে জংশন কম্পমান। বগিতে বসার জায়গাগুলোও দখল করেছে ভারতীয় চিনির বস্তা।

৭.০০ : বাবুলের চায়ের লিকার কড়া হয়ে গেছে। জংশনে এই সময়টিতে যাত্রীদের ভিড় কম থাকে। ট্রেনের হর্নের শব্দ। চট্টগ্রাম থেকে আসছে মহানগর। আখাউড়া ধরে না এই আন্তঃনগর ট্রেন। জংশন ছেড়ে একশ' দেড়শ' গজ দূরে ট্রেন থামাতে কিছুটা অবাক হলাম। ব্যাপার কি? ট্রেন আশার নামগন্ধ নেই। ওভারব্রিজের নিচে বসে থাকা বিডিআর জোয়ানের কাছে জানতে চাইলাম থামার কারণ। তিনি বলে উঠলেন–

: হারামজাদা ড্রাইভার থামাইছে। ট্রেনে বস্তা তুলতাছে।

: তাহলে আপনারা যাচ্ছেন না কেন?

: কোনো লাভ নাই। আমরা যাইতে নিলেই শালারা ট্রেন ছাইড়া দেয়।

বিডিআরের কয়েকজন দৌড়ে গেলো মহানগর ট্রেনের দিকে। কাছাকাছি যেতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। জানা গেল, মহানগর ট্রেনে চোরাচালানের বড় চালান পাঠানো হয়। সিগন্যাল কিংবা চেইন টানার দোহাই দিয়ে ট্রেনের মাস্টার চোরাকারবারীদের সুবিধামত জায়গায় কয়েকবার থামায় ট্রেন। মাত্র ৫০-১০০ টাকার বিনিময়ে তারা এই কাজটি করে থাকে।

বিশ্রামের সুযোগ নেই কেবিন স্টেশন মাস্টারের। সামনের বিশাল প্যানাল বোর্ডে তার চোখ। ব্রিটিশদের স্থাপিত এই প্যানাল বোর্ড এখনও ব্যস্ত আখাউড়া জংশন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে। স্টেশন মাস্টার জানালেন, প্রতিদিন এই জংশন দিয়ে ৫৬টি আন্তঃনগর শিডিউল টাইমের ট্রেন যায়। এছাড়া মালবাহী ও লোকাল যাত্রীবাহী ট্রেন তো আছেই। ট্রেন ডেসপাসের সিগন্যাল এখান থেকেই দেওয়া হয়।

৮.৩০ : পারাবত এক্সপ্রেস থামার সাথে সাথেই খোরশেদ আলম এক হাতে হাতুড়ি অন্য হাতে হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ২৭ বছর ধরে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে আছেন। আখাউড়া জংশনের ট্রেন এক্সিমিনারের দায়িত্ব পালন করছেন অনেক বছর ধরে। সিলেটের ট্রেনের ইঞ্জিন বদল ছাড়াও ট্রেনের পার্টস ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে থাকেন। তার চোখে আখাউড়া জংশন আগের মত নেই। চারদিকে জীর্ণদশা।

১২.০০ : দিনের কোলাহলমুখর জংশন এখন আর নেই। প্লাটফরমে ঘুমন্ত মানুষের সারি। এদের বেশিরভাগই দিনমজুর। কয়েকজন আছে যারা সকাল হলে সীমান্ত পেরিয়ে চলে যান ভারতে। সারাদিন মজুরি খেটে রাতে চলে আসেন আবার জংশনে।

৩.০০ : ঘুম চোখে হকাররা ছুটে আসছে জংশনে। সিলেট ও চট্টগ্রামের আন্তঃনগর ট্রেনগুলো আসার সময় হয়েছে। যাত্রীদের কয়েকজন ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। রেস্ট হাউজের পাশে বসে কিছু তরুণ। সবার হাতেই কালো পলিথিন ব্যাগ।

রাতের ট্রেনগুলোতে নির্বিঘ্নে পাচার হয় ফেন্সিডিল। সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে চলে আসে আখাউড়া জংশনে। সীমান্ত থেকে কেনা ৫৫-৬০ টাকার ফেন্সিডিল এখানে এসে হয়ে যায় ৭৫-৮০ টাকা। ঢাকায় নিয়ে ব্যবসায়ীরা এই ফেন্সিডিল বিক্রি করে ১২০ টাকা।

৪.০০ : চোরাকারবারিদের কাছে তিনি পরিচিত 'চশমা ওয়ালা' নামে। বিডিআর চাওড়া ক্যাম্পের হাবিলদার তিনি। হাবিলদার শফি এখন আখাউড়া জংশনে। তার আসার খবর শুনে চোরাকারবারিরা এদিক-ওদিক গা-ঢাকা দিয়েছে। লাঠি হাতে প্লাটফরমে ঘুরছেন হাবিলদার শফি। যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই চেক করছেন। কথা হলো তার সাথে।

: এই জংশন দিয়ে এত চোরাচালান হয় কেন?

: কেন আবার হবে। সহজ কথা, এখান দিয়ে চোরাচালান সহজ কিংবা নিরাপদ।

: তাহলে আপনারা আছেন কি জন্য?

: আখাউড়া জংশন পুলিশ ও আখাউড়া বিডিআর ক্যাম্প মিলেমিশে চোরাকারবারিদের কাছ থেকে চাঁদা খায়। জংশন দিয়ে যখন বড় চালান হয় তখন এইখানে বিডিআর ও পুলিশ অবশ্যই জানে। কিন্তু তারা ধরে না। ফেব্রুয়ারি মাসে আমার দল ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার গাঁজা ও ফেন্সিডিল ধরেছে।

৪.৩০ : পারাবত এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বদল চলছে। হকারদের চিৎকারে সরব চারপাশ। বাবুলের স্টল জমে উঠেছে। হাবিলদার শফির বাহিনী এগিয়ে আসছে ট্রেনের দিকে। ছোটাছুটি শুরু হয়েছে চোরাকারবারিদের সাথে। 'ছ' নম্বর বগিতে পলিথিনের ব্যাগ হাতে ঢুকছে দু'জন। টয়লেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছে তারা। বিডিআর-এর দুই জওয়ানও এসেছে তাদের পেছনে। দরজায় লাথি মারছে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। একজন বললো, দরজা ভেঙে ফেল। ভাঙা হলো দরজা, বেরিয়ে এলো দু'জন। কিন্তু তাদের হাতে নেই পলিথিনের ব্যাগ। বিডিআর জওয়ানরা নামিয়ে নিয়ে এলো তাদের। শরীরের জামা খুলতেই বেরিয়ে এলো 'ফেন্সিডিলের জ্যাকেট'। ফেন্সিডিলের বোতল বহনের জন্য বিশেষ উপায়ে বানানো হয়েছে এই জ্যাকেট। প্রতি জ্যাকেটে ৫০টি বোতল রাখা যায়। বিডিআর দু'জনের জ্যাকেট খুলে রেখে ছেড়ে দিল তাদের।

৫.৩০ : পারাবত এক্সপ্রেস চলছে ঢাকার উদ্দেশে। ট্রেনের ক্যান্টিন দখল করেছে চোরাকারবারিরা। কয়েকটি ফেন্সি-ডিলের বস্তা পড়ে আছে একপাশে। ১৮-১৯ বছর বয়সের কয়েকজন তরুণ প্রতিদিন আখাউড়া থেকে ঢাকায় ফেন্সিডিল বহন করে নিয়ে যায়। ক্যান্টিনে ঢুকতেই টেবিলের সবার চোখ পড়লো আমাদের দিকে। টেবিলের ওপরে বসা একজন গাঁজা বানাচ্ছে। আঙুলে শব্দ করে ডাক দিলো।

: মাল লাগবো?

: কি মাল?

: ডাইল, ফেন্সিডিল। কম দামে পাইবেন।

এরা সবাই তেজগাঁও বস্তির ফেন্সিডিল বিক্রেতা। তেজগাঁও-এর ওপর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় লাফ দিয়ে নেমে যায় বস্তিতে। এভাবেই চলে তাদের প্রতিদিনের চোরাচালান।

ছবি : প্রতিবেদকদ্বয়